সমাস কাকে বলে? সমাস কত প্রকার ও কী কী ? উদাহরণসহ লেখ।

বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার গঠনের দিক থেকে দু রকমের : ১। মৌলিক শব্দ (সমাস নতুন শব্দ
২। সাধিত শব্দ গঠন করার একটি
বিশিষ্ট উপায়)

সমাসের রীতি সংস্কৃতি থেকে এসেছে।

সমাস কী?- পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা বহুপদের মিলনকে সমাস বলে।

সমাস ও সন্ধির পার্থক্য ও সাদৃশ্য রয়েছে।

সন্ধি ≠ধ্বনির মিলন। যেমন: বিদ্যা+ আলয়= বিদ্যালয়

সমাস ≠ পদের মিলন। যেমন : বিলাত হইতে ফেরত= বিলাতফেরত, গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে=গায়ে হলুদ

সমাস নতুন শব্দ গঠন করার একটি বিশিষ্ট উপায়। এতে ভাষা সহজ, সরল ও শ্রুতিমধুর হয়।

সমাস ছয় প্রকার: দ্বন্দ্ব সমসি, দ্বিগু সমাস, কর্মধারয় সমাস, তৎপুরুষ সমাস , অব্যয়ীভাব সমাস ও বহুব্রীহি সমাস।

সমাস সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞা

ক. সমস্যমান পদ

খ. সমস্ত পদ

গ. পুর্বপদ ও পরপদ

ঘ. ব্যাসবাক্য: যেমন : সিংহ চিহ্নিত আসন= সিংহাসন

দ্বন্দ্ব সমাস: দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদের অর্থ-প্রধান। ('দ্বন্দ্ব' শব্দের অর্থ জোড়া বা মিলন)

যেমন : মা ও বাবা=মা-বাবা (দ্বন্দ্ব সমাসে সংযোজক অব্যয়, ও, এবং, আর)

উদাহরণ: ভাই ও বোন= ভাই-বোন (মিলনার্থক), রাজা ও বাদশা=রাজা-বাদশা (সমার্থক),

ভালো ও মন্দ= ভালো-মন্দ (বিরোধার্থক)

অলুক দ্বন্দ্ব : হাতে ও পায়ে= হাতে-পায়ে (বিভক্তি লোপ পায় না)

বহুপদী দ্বন্দ্ব ; নাক, কান ও গলা= নাক-কান-গলা